

পশ্চিমা সভ্যতা কি
সার্বজনীন?

পশ্চিমা সভ্যতা কি সার্বজনীন?

মূল
মারিয়াম জামিলা

ভাষান্তর
মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ

ফাউন্টেন

পা ব লি কেশ ল



সূচীপত্র

▶ প্রকাশকের কথা.....	৯
▶ অনুবাদকের কথা.....	১১
▶ পশ্চিমা আধুনিকতা ও এর সার্বজনীনতার দাবি.....	১৩
▶ রেইসম্যানের যুক্তি ও আধুনিকতা মানেই পশ্চিমীকরণ	১৩
▶ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি না সাংস্কৃতিক গণহত্যা?	১৪
▶ আধুনিকতা প্রসঙ্গে শব্দচয়ন ও শ্রেণি বিভাজন	১৪
▶ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দাবি ও বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	১৫
▶ ইতিহাসের গৌরব না দুর্ভোগের দলিল?	১৬
▶ মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিকতার দ্বন্দ্বিক উত্তেজনা	১৬
▶ পুরাতনের প্রতি ঘৃণা ও নতুনের বন্দনা	১৮
▶ আমেরিকান সভ্যতা : প্রাচুর্য, পরিবর্তন ও বিচ্ছিন্নতা	২০
▶ পরিবর্তন ও সার্বজনীনতার দাবি—নাকি ধ্বংস?	২১
▶ স্থায়িত্বের বিলোপ ও তরল সামাজিক সম্পর্ক	২২
▶ মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিকায়ন ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন	২৪
▶ আধুনিকতা ও একটি আফ্রিকান পরিবারের পরিণতি	২৭
▶ অতীত বিচ্ছিন্ন সমাজ ও মানসিক স্থিতির সংকট	৩০
▶ পরিবার, সংস্কৃতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের সংকট	৩১
▶ সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও পরিবার ব্যবস্থার ধ্বংস	৩২
▶ সর্বনাশের শিকার শিশু ও নতুন প্রজন্ম	৩৩
▶ ইসাবেল ক্যাস্ট্রোর তিন ছেলের অবস্থা ও সভ্যতার প্রশ্ন	৩৩
▶ সার্বজনীন সভ্যতার দাবি ও পশ্চিমা সংস্কৃতির অবক্ষয়	৩৪

৬ ♦ পশ্চিমা সভ্যতা কি সার্বজনীন?

▶ পশ্চিমা সভ্যতার বর্ণবাদ ও ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা	৩৪
▶ অ-ইউরোপীয়দের পশ্চাৎপদতা ও পশ্চিমের দায়	৩৪
▶ অ-ইউরোপীয়দের অবদান ও পরিসংখ্যান	৩৫
▶ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ	৩৬
▶ আলবার্ট হাওয়ার্ডের বিশ্লেষণ	৩৬
▶ পোর্টরিকান শিশুদের আত্মপরিচয়ের সংকট	৩৭
▶ ভাষা : সাংস্কৃতিক দমননীতির প্রধান অস্ত্র	৩৭
▶ পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় পরিবেশে বৈষম্যসূচক বার্তা	৩৭
▶ ইতিহাস অনুপস্থিত জাতিসত্তা	৩৮
▶ আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণির গঠন ও মানসিকতা	৩৯
▶ অ-ইউরোপীয় সমাজে হীনম্মন্যতার ভয়াবহতা	৪০
▶ স্পেনের মুসলিম-ইহুদিদের পরিণতি	৪১
▶ শুদ্ধি কমিটির নীতিমালা ও বৈষম্য	৪২
▶ বংশ পরিচয় ও বর্ণবাদের সামাজিক প্রভাব	৪৩
▶ মার্কিন আদর্শের স্ববিরোধিতা : স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও দাসপ্রথার বাস্তবতা	৪৪
▶ আব্রাহাম লিংকনের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	৪৫
▶ সাংস্কৃতিক একাত্মতা সত্ত্বেও সামাজিক বৈষম্য	৪৬
▶ আদিবাসী গণহত্যা : মার্কিন ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়	৪৭
▶ ‘সভ্য’ আদিবাসীদের উচ্ছেদ : মার্কিন প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ	৪৮
▶ আদিবাসী উচ্ছেদের নারকীয় বাস্তবতা	৪৯
▶ ফিলিস্তিনি আরবদের প্রতি পশ্চিমা বর্ণবাদী মনোভাব	৫১
▶ প্রো-জায়োনিস্ট বাটলি সি. ক্রামের আরব বিশ্ব বর্ণনা	৫২
▶ পশ্চিমা বস্তুবাদ ও আরবদের প্রতি মানবাধিকার অবজ্ঞা	৫৩
▶ এলেনর রুজভেল্টের বর্ণবাদী ও বস্তুবাদী যুক্তি	৫৩

▶ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ ও এর পরিণতি.....	৫৪
▶ ধর্মীয় বিদ্বেষের চেয়েও সক্রিয় বর্ণবাদ.....	৫৬
▶ রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি.....	৫৬
▶ জাপানিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বর্ণবাদ ও বিদ্বেষ.....	৫৭
▶ জাপানি বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ.....	৫৮
▶ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক হামলা : বর্ণবাদী নীতি ও নিষ্ঠুরতার চরম প্রমাণ.....	৫৮
▶ ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সভ্যতা.....	৫৯
▶ অন্যান্য সভ্যতা ও ধর্মের পর্যালোচনা : সংকীর্ণতা বনাম সার্বজনীনতা ..	৬০
▶ খ্রিস্টধর্ম : ইউরোপীয় সংস্কৃতির বাহন.....	৬১
▶ ইসলামের সার্বজনীনতা : কুরআনের কালজয়ী ঘোষণা.....	৬১
▶ বিদায় হজের ভাষণ : মানবজাতির জন্য সাম্যের সনদ.....	৬২
▶ দুই সভ্যতার বিশ্ববীক্ষা : বস্তুবাদ বনাম ইসলাম.....	৬২
▶ শরিয়াহ : নৈতিক স্থিতিশীলতার রক্ষাকবচ.....	৬৩
▶ নবিজি (ﷺ)-এর সমাজের বাস্তব চিত্র.....	৬৩
▶ রাসুল (ﷺ)-এর সাহাবিদের মাঝে বৈচিত্র্য.....	৬৩
▶ ইসলাম প্রচারের মানবিক পদ্ধতি :	৬৪
▶ ইসলামের আলোয় সভ্যতায় উত্তরণ.....	৬৫
▶ সাম্যের বাস্তব প্রয়োগ.....	৬৫
▶ বিশ্বজনীন রাষ্ট্রব্যবস্থা.....	৬৫
▶ অভিন্ন নাগরিকত্ব' ও মুসলিম বিশ্বের সংহতির ধারণা.....	৬৭
▶ আত্মপরিচয়ের সংকট ও পশ্চিমা অনুকরণের পরিণতি.....	৬৯
▶ আমাদের কর্মপন্থা কেমন হওয়া উচিত?	৬৯



প্রকাশকের কথা

বিশ্বায়নের এই যুগে একটি প্রশ্ন ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে—পশ্চিমা সভ্যতা কি সত্যিই সার্বজনীন? আধুনিকতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির নামে যে সভ্যতার ধারা আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তে বিস্তার লাভ করেছে, তা কি মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ, নৈতিক স্থিতি ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পেরেছে? নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে গভীর এক সাংস্কৃতিক সংকট, যেখানে মানুষ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তার শিকড়, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থেকে?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর অনুসন্ধানই এই গ্রন্থের মূল প্রয়াস।

‘পশ্চিমা সভ্যতা কি সার্বজনীন’ শিরোনামের এই বইটি আধুনিকতার প্রচলিত ধারণাকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে। লেখক বিভিন্ন অঞ্চল—মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের বাস্তব উদাহরণ ও সমাজবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের আলোকে দেখিয়েছেন যে, আধুনিকায়নের বহুল প্রচারিত প্রতিশ্রুতির আড়ালে বহু ক্ষেত্রে জন্ম নিয়েছে নতুন ধরনের সামাজিক অস্থিরতা, পারিবারিক ভাঙন, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা এবং মানসিক শূন্যতা।

গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে দ্রুতগতির সামাজিক পরিবর্তন মানুষের জীবনে স্থায়িত্বের পরিবর্তে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। পরিবারব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রজন্মগত ধারাবাহিকতা—যেগুলো দীর্ঘকাল ধরে মানবসভ্যতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে—সেগুলো আধুনিক বস্তুবাদী সংস্কৃতির প্রবল চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের বাস্তব জীবনচিত্র, গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বইটি

১০ ♦ পশ্চিমা সভ্যতা কি সার্বজনীন?

দেখাতে চেয়েছে যে, কেবল বস্তুগত উন্নয়ন কোনো সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে না; বরং সংস্কৃতি, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছাড়া উন্নয়নের এই ধারা প্রায়ই মানুষকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

এই গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নটি উত্থাপন করা। রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের অবসানের পরও যে সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে পশ্চিমা ধ্যানধারণা বিশ্বজুড়ে বিস্তার লাভ করছে—লেখক তার সামাজিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের আত্মপরিচয় সংকট, অন্ধ অনুকরণের প্রবণতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো বিষয়গুলো এই আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস, এই বইটি পাঠকদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক আলোচনার দ্বার উন্মোচন করবে। আধুনিকতা, উন্নয়ন ও সভ্যতার প্রশ্নে যে, একমুখী ধারণা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই গ্রন্থ সেই ধারণাকে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। একই সঙ্গে এটি পাঠককে নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নৈতিক ভিত্তির মূল্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

পাঠকমহলের কাছে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হবে—এই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা বইটি প্রকাশ করছি।

— আবদুর রহমান আদ-দাখিল

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬



অনুবাদকের কথা

বিশ্বায়নের এই যুগে আমরা প্রতিনিয়ত এক অদৃশ্য সাংস্কৃতিক শ্রোতের মুখোমুখি হচ্ছি, যার নাম পশ্চিমা সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছে আমাদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মপন্থায়। সেখান থেকে প্রশ্ন ওঠে পশ্চিমা সভ্যতা কি সার্বজনীন? যে কেউ এ সভ্যতাকে গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারবে কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পশ্চিমা আধুনিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক বাস্তবতা, এর অন্তর্গত সংকট এবং অ-পশ্চিমা বিশ্বের ওপর এর বিধ্বংসী প্রভাবকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করেছেন মারিয়াম জামিলা তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ‘Is Western Civilization Universal?’-এ। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস থেকেই আমার এই অনুবাদকর্ম।

গ্রন্থটির লেখিকা মারিয়াম জামিলা (পূর্বনাম মার্গ্রেট মার্কাস) নিউইয়র্কের এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পশ্চিমা সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে বেড়ে ওঠেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে পাকিস্তানে হিজরত করেন। তার এই জীবনযাত্রা তাকে পশ্চিমা সভ্যতার ভেতর ও বাহির—উভয় দিক থেকেই দেখার এক বিরল সুযোগ করে দিয়েছিল। এই বইয়ে তিনি শুধু পশ্চিমা সভ্যতার বর্ণবাদ, বস্তুবাদ এবং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের মতো দিকগুলোকেই উন্মোচন করেননি, বরং দেখিয়েছেন কীভাবে এই আগ্রাসন অ-পশ্চিমা সমাজগুলোতে এক গভীর হীনম্মন্যতা ও আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করছে। এর বিপরীতে, তিনি ইসলামের প্রকৃত সার্বজনীনতাকে তুলে ধরেছেন—যেখানে মানুষের মর্যাদা বর্ণ, গোত্র বা ভৌগোলিক পরিচয়ের ওপর নয়, বরং তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

১২ ❖ পশ্চিমা সভ্যতা কি সার্বজনীন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নের পাশাপাশি ইসলামি জ্ঞানচর্চার একজন ছাত্র হিসেবে আমি দীর্ঘদিন ধরেই আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছি। মারিয়াম জামিলার ক্ষুরধার যুক্তি এবং অকাট্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি উপলব্ধি করেছি, আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য, যারা আজ এক সাংস্কৃতিক উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় খুঁজে ফিরছে, এই বইটির পাঠ অত্যন্ত জরুরি।

অনুবাদে আমি চেষ্টা করেছি মূল লেখকের বক্তব্যের আবেগ, দৃঢ়তা ও মেজাজকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য বাংলা রূপান্তর উপহার দিতে। প্রতিটি তথ্য ও যুক্তির উৎস যেন স্পষ্ট থাকে, সেদিকেও মনোযোগ দিয়েছি।

আমার বিশ্বাস, এই অনুবাদটি পাঠকদের চিন্তার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং পশ্চিমা সভ্যতার সার্বজনীনতার দাবিকে নিম্নোহভাবে পর্যালোচনার পাশাপাশি ইসলামের কালজয়ী আদর্শের সৌন্দর্য অনুধাবনে সহায়ক হবে। আল্লাহ তায়াল। এই ক্ষুদ্র কাজটিকে কবুল করুন এবং মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম বানান। আমিন।

বিনীত,
মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ
সোনারগাঁ
৩১/০৭/২০২৫



পশ্চিমা আধুনিকতা ও এর সার্বজনীনতার দাবি

আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা বেশ কিছু ধারণা অন্ধভাবে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো, পশ্চিমা সভ্যতাকে সার্বজনীন সভ্যতা হিসেবে হাজির করা। এর পিছনে তাদের যুক্তি হলো, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানে চারদিকের যে ব্যাপক পরিবর্তন, তা এ বার্তা বহন করে যে, প্রাক-শিল্পবিপ্লবীয় যুগের অ-ইউরোপীয়দের যত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে তা এখন অচল। এক্ষেত্রে আমেরিকার সমাজতত্ত্ববিদ ডেভিড রেইসম্যানের বক্তব্য আমরা দেখতে পারি।

রেইসম্যানের যুক্তি ও আধুনিকতা মানেই পশ্চিমীকরণ

তার মতে, আধুনিকায়নের অর্থ হলো ‘পশ্চিমীকরণ’ (Westernization)। অর্থাৎ একমাত্র পশ্চিমীকরণের মাধ্যমেই নির্ভেজাল আধুনিকায়ন সম্ভব। তিনি বলেন, ‘ঐতিহাসিক কাকতালীয়তার কারণে এমনটা ঘটেছে। আর এটা না বোঝার কারণে জাত্যাভিমানের ভূত আমাদের মাথা থেকে নামে না। প্রাথমিকভাবে আধুনিকতা হলো—প্রগতিশীল মানসিকতার নাম। এটা এমন এক মানসিকতা যা সদা উন্নতি কামনা করার পাশাপাশি পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সদা প্রস্তুত থাকে। উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের জাতিসমূহই সর্বপ্রথম সেকুলারাইজেশন (Secularization), নগরায়ণ (Urbanization), শিল্পায়ন (Industrialization) ও গণঅংশগ্রহণের (Popular Participation) মত সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের (Social Process) বিকাশ ঘটায়। আর এসব সামাজিক প্রক্রিয়াই মূলত আধুনিক মানসিকতা বিকাশের অনুঘটক। পশ্চিমা আদর্শ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে

১৪ ♦ পশ্চিমা সভ্যতা কি সার্বজনীন?

পশ্চিমের হলেও সমাজতত্ত্বের বিচারে তা বৈশ্বিক বা সার্বজনীন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের সাম্প্রতিক ইতিহাস এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। পশ্চিমা সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ (Western Social Processes) পশ্চিম থেকে দূরবর্তী সমাজগুলোকে কীভাবে আধুনিক করে গড়ে তুলছে তা আমরা এখানে দেখতে পাই। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের যে-কোনো আধুনিক সমাজের ভিত্তি হিসেবে পশ্চিমা সামাজিক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবস্থান করছে। ১৯৫৮ সালে আমার এ তাত্ত্বিক কাঠামোটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বহু ঘটনা দ্বারা তত্ত্বটি বার বার সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতত্ত্বের একজন গবেষক হিসেবে এটা আমার বড় প্রাপ্তি। তাছাড়া যখন দেখি, সারাবিশ্বে কর্মরত অন্যান্য গবেষক আমার এ তত্ত্বের প্রায়োগিক কাঠামোকে (Emperical Structure) সত্যায়িত করছেন, তখন একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমি নিজের সার্থকতা খুঁজে পাই।’

সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি না সাংস্কৃতিক গণহত্যা?

ডেভিড রেইসম্যানের এ বক্তব্য নির্বিচার সাংস্কৃতিক গণহত্যার (Cultural Genocide) সনদের চেয়ে কম কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই সাংস্কৃতিক গণহত্যাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আমেরিকান স্কলারশিপ প্রাপ্ত অনুগত শ্রেণি যে পরিমাণ লেখালেখি করেছে, তা একটি অতিকায় লাইব্রেরির সমান বলা যায়। তাদের ধরাবাঁধা কাজ হলো, নিজস্ব লেখনিতে এশিয়া ও আফ্রিকার অমুক তমুক দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিমা অবদানের বাছ-বিচারহীন ভূয়সী প্রশংসা করা।

আধুনিকতা প্রসঙ্গে শব্দচয়ন ও শ্রেণি বিভাজন

১৯৪৫ সালের আগে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশকে ‘পশ্চাৎপদ’ (Backward) বলে গালি দেওয়া হতো। পরবর্তী দেড় দশকে ইউরোপীয়দের ভাষায় কিছুটা নমনীয়তা আসে। তখন তারা ইউরোপ ছাড়া গোটা বিশ্বকে ‘অনুন্নত’ (Underdeveloped) উপাধি দান করে। ১৯৬০

সাল থেকে অনুন্নতের জায়গায় আমদানি করা হয়েছে আরেকটু শ্রুতিমধুর শব্দ; ‘উন্নয়নশীল দেশসমূহ’ (The Developing Countries)।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দাবি ও বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

The Massachusetts Institute of Technology এর আমেরিকান ইহুদি প্রফেসর দানিয়েল লার্নার বিষয়টিকে অত্যন্ত দাঙ্কিতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘সারাবিশ্বের জীবনধারাকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সভাপতির ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।’

সমসাময়িক পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে, অ-ইউরোপীয় বিশ্বকে আধুনিকীকরণ (বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে পশ্চিমীকরণ) মূলত বিবর্তন প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক ফল, এটা অনিবার্য ও অপরিবর্তনীয়। (তারা বলতে চান) ঠিক মানুষ যেভাবে বিবর্তন ধারার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে, পশ্চিমা সভ্যতাও ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারার চূড়ায় অবস্থান করছে। সুতরাং এ যুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, সমসাময়িক পশ্চিমা সংস্কৃতির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা মূলত বিবর্তন নীতিকে অস্বীকার করা, প্রগতির পথে অন্তরায় হওয়া ও প্রাকৃতিক নীতির বিপরীতে অবস্থান নেয়ার নামান্তর। নিম্নমানের আদিম সংস্কৃতি থেকে উন্নত সভ্যতার দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা শুধু কাম্যই নয় বরং এটা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রগতির এই যাত্রায় প্রতিটা পরিবর্তনই উন্নতি, সবচেয়ে নতুনটাই সর্বোৎকৃষ্ট। পুরাতনকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা হলো, পশ্চাৎগামিতা ও সংকীর্ণ অতীতকে আঁকড়ে ধরার নামান্তর। যে মহাসংগ্রামের কারণে শতাব্দীর আবর্তনে মধ্যযুগীয় জীবনধারা মূলেৎপাটিত হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটেছে; সেই মহাসংগ্রামের চেতনা পশ্চিমাদের হৃদয়ে অনির্বাণ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত থাকা দরকার। এ সংগ্রামকে সংক্ষেপে বলা হয়, অনুসন্ধান যুগ (The Age of Exploration), নবজাগরণ (The Renaissance), সংস্কার আন্দোলন (The Reformation), আলোকায়ন যুগ (the Age of Enlightenment) বা শিল্পবিপ্লব (The Industrial Revolution)।